আ | মা | র | দা | য়ি | ত্ব | আ | মা | র | অ | ধি | কা | র

বিশ্ব শিশু দিবস

শাস্তি নয়, ইতিবাচক শিক্ষাই শিশু বিকাশে সহায়ক

প্রতিটি শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হচ্ছে তার পরিবার। এখান থেকেই সে নৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে শৃঙ্খলা শেখানো ও দেওয়ার নামে শিশুদের নির্যাতন ও তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক বাবা-মা বা অভিভাবক মনে করেন - শিশুকে শারীরিক শাস্তি না দিলে তাদের সঠিক পথে বা শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা সম্ভব নয়। শারীরিক আঘাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং শিক্ষক বা বাবা-মা তাদের শারীরিক না দিলে তারা হয়তো জীবনে সফল হতে পারবে না।

শিশুরা তাদের বাবা-মাকে আর্দশ মনে করে এবং সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে। তাই তাদের কাছ থেকে যখন শারীরিক শাস্তি পায়, শৈশবের এই বাজে অভিজ্ঞতা বা শাস্তি থেকে তাদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। দীর্ঘ মেয়াদে তা খারাপ ফল বয়ে আনে।

শারীরিক শাস্তি শিশুকে শুধু শারীরিক ও মানসিকভাবেই কষ্ট দেয় না, এটা খুব অপমানজনকও। বিশেষতঃ কারো সামনে শিশুকে স্নেহময় আঘাত, চাপড়, মৃদু আঘাত ইত্যাদি যতো হালকাভাবেই করা হোক না কেন, তাতে শিশু অপমানিত বোধ করে, তার মনে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তার সম্মান পাবার অধিকার লঙ্ঘন করা হয়।

২০০২ সালে প্রকাশিত সেভ দ্য চিলড্রেন-এর একটি গবেষণায় দেখা যায়, যেসব শিশুকে তাদের বাবা-মা শারীরিক শাস্তি দেয়, তাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক ও অবঞ্চসুলভ আচরণ, ভাল-মন্দ বুঝতে অসুবিধা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বেশি দেখা দেয়।

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন বা UNCRC-এর ৫৪টি অংশে শিশুদের প্রাপ্য সব অধিকারের বর্ণনা রয়েছে। শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটি স্পষ্ট করেছে যে, কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোতে শিশুদের মানবাধিকার রক্ষায় শিশুদের সব ধরনের শারীরিক শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ করার জন্যে আইন থাকতে হবে এবং এই আইন পালিত হচ্ছে কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তাই কনভেনশনের এই নির্দেশনা পালনে বাধ্য।

শিশু অধিকার আইন, ২০১৩-এর ৭০ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোনো শিশুকে আঘাত, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ করা ইত্যাদির কারণে যদি শিশুর মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি হয়, ঐ ব্যক্তি অপরাধী বলে গণ্য হবে। পাশাপাশি মহামান্য হাইকোর্টের দেওয়া রায় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিশুদের নিরাপদ ও সুন্দর একটি ভবিষ্যতের স্বার্থে বাবা-মা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের এই নির্দেশনা মেনে চলা দরকার। শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বদলে শিশুদের ইতিবাচক পন্থায় সমঝোতা, শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে, ভয়ভীতি দেখিয়ে নয়।

তানজিন্য আকতার

BLAST

Save the Children